

## দুই, তিন বা চারটা পর্যন্ত বিয়ে

(মাহফুজ)

**ই**সলামে মুসলিম পুরুষদের জন্য একসাথে একের অধিক চারটে পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি আছে। কিন্তু এই অনুমতি কি শুধুমাত্র পুরুষের খেয়াল-খুশি পুরনের জন্যই দেয়া হয়েছে? নাকি এর পেছনে বড় কোন উদ্দেশ্য রয়েছে?



আসুন! এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে মুসলিমের জন্য বিয়ের শর্তগুলো জেনে নেই- **বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের শর্তসমূহ**

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নিচের শানে ন্যুন উল্লেখ করে পুরুষদের জন্য যেকোন অযুহাতে খেয়াল-খুশি মতো একের অধিক বিয়ে করায় কোন বাধা নেই বলে প্রচার করা হয়-

\*\* শানে ন্যুনঃ এক ইয়াতিম মেয়ের ধনসম্পদ ও বাগান ছিল। জনৈক পুরুষ সেগুলি দেখতাল করত। ঐ ব্যক্তি সম্পদ সম্পত্তির লোভে কোনো রকম মোহর নির্ধারণ না করেই মেয়েটিকে বিয়ে করে। এর পরিপেক্ষিতে আয়াতটি নাযীল হয়েছে। - মুখ্তাসার ইবনে কাসীর

\*\*\* এই স্থানে নারী বলতে স্বাধীন নারী, কারণ এর পরেই দাসীর উল্লেখ রয়েছে।

\*\*\*\* শানে ন্যুনঃ ইয়াতিমের সম্পর্কে ইসাফের জোরালো তাকীদ নাযীল হওয়ার পর সাহাবীগণ ইয়াতিমের বিষয়ে বিব্রত বোধ করলে এই আয়াত নাযীল করে বলা হল যে, ইয়াতিম মেয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য মেয়েদেরকে অর্থাৎ স্বাধীনাদের অনুর্ধ্ব চার পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো। আবার এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যদি স্বাধীন নারীদের সাথেও সুবিচার করতে না পারো তবে বিবাহ কর একজনকে অথবা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীকে (দাসী অর্থে ত্রৈতদাসী অথবা যদ্ব বদ্বিনী উভয়কেই বোঝায়।)

পুঁথিগতভাবে সমতা রক্ষার গান গাইলেও একাধিক বিয়ের পর সেই স্ত্রীদের বেলায় বাস্তব জীবনে তার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেদিকে কারোরই তেমন খেয়াল থাকেনা। কেউ কেউ তো একাধিক

বিবাহকে সুন্নত পালনের বড় পাল্লায় মাপতে উঠে পড়ে লেগে যান। অনেক সময় দেখা যায়, সেই আবেগে আপুত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে বালিকা বধুকে ঘরে তোলার ভীমরতি যেন পাগলকেও হার মানায়।

এবার আলোচ্য শানে-ন্যুনের এই বক্তব্যেরে প্রতি খেয়াল করুন-  
[\*\*\* ইয়াতিম মেয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য মেয়েদেরকে অর্থাৎ স্বাধীনাদের অনুর্ধ্ব চার পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো??]

স্বত্বাবিকভাবে এখানে এক্ষণ আসতে পারে- ইয়াতিম নারীর প্রতি যে ব্যক্তির ইনসাফ করার আশঙ্কা রয়েছে, তার পক্ষে কেমন করে একের অধিক স্বাধীন নারীর প্রতি ইনসাফ করা সম্ভব হতে পারে? এর মানে কি এই দাঁড়াল না যে, স্বাধীন নারীদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারলে কোন সমস্যা নেই?

ভাই, আল্লাহতায়ালার কালামের বক্তব্য এতটা প্যাঁচালো ও কন্ট্রাডিক্টরি নয়, বরং স্ট্রেটকাট অর্থাৎ সোজাসাপটা।

এবার এই অংশটা ভাল করে লক্ষ্য করুন-

(\*শানে ন্যুনঃ এক ইয়াতিম মেয়ের ধনসম্পদ ও বাগান ছিল। জনৈক পুরুষ সেগুলি দেখতাল করত। ঐ ব্যক্তি সম্পদ সম্পত্তির লোভে কোনো রকম মোহর নির্ধারণ না করেই মেয়েটিকে বিয়ে করে। এর পরিপেক্ষিতে আয়াতটি নাযীল হয়েছে। মুখ্তাসার ইবনে কাসীর)

উপরের এই গল্পটিকে যদি সত্য বলেও ধরে নেই, তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে (০৪:০৩) নং আয়াত নয়, বরং নিচের (০৪:১২৭) নং আয়াতের নির্দেশনা বেশি গ্রহণযোগ্য-

৪ নং সূরা নিসা (মদীনায় অবতীর্ণক্রম ৯২)

\*তারা তোমার কাছে স্বাধীন নারীদের বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদের কাছে তাদের সম্পর্কে বিধান দেন এবং এই কিভাবের মধ্যে যা তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হয় সেই সব (ইয়াতিম-উননিসা-ই) এতিম (অর্থাৎ অনাথ, নিঃসঙ্গ) নারীদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রদান কর না, অথচ বিয়ে করার বাসনা রাখ এবং শিশুদের মধ্যে যারা অসহায় তাদেরকেও (তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর না), আর ন্যায্যভাবে তোমরা এতিমদের পাশে দাঁড়াও এবং তোমরা সৎকর্ম যা কিছু কর- আল্লাহ তো সে সব বিষয়ে সবই জানেন। (আয়াত ১২৭)

পিতৃহীন পুরুষকে বালেগ হওয়ার পর আর এতিম হিসেবে গণ্য করা হয়ন। তবে একজন পিতৃহীন নারী কিংবা স্বামীহারা নিঃসঙ্গ বিধিবাকে যে বালেগ বা বয়ঃপ্রাণ হওয়ার পরও এতিম (অর্থাৎ অনাথ, নিঃসঙ্গ) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, (৪:১২৭) নং আয়াতের- “ইয়াতিমা-উননিসা-ই”- অংশটি দ্বারা এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এবার নিচের আয়াত দুটি লক্ষ্য করি-

৪ নং সূরা নিসা (মদীনায় অবতীর্ণক্রম ৯২)

\*এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিচয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (আয়াত ২)

\*আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতিমের (নিঃসঙ্গ, অনাথদের) প্রতি ন্যায়বিচার (ন্যায় অংশ, করণীয়, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ) করতে সক্ষম হবে না; অতঃপর বিয়ে করে নাও যাকে উপযুক্ত মনে হয় সেই (এতিম অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, অনাথ- Helpless; Shelter less; unprotected) নারীদের মধ্যে থেকে দুই বা তিন বা চার (জনকে); আর যদি এরপ আশংকা কর যে তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের (মা- মালাকাত- আইমানুকুম) ডান হাতের অধিকারভুক্তকে; এটাই তো পক্ষপাতদুষ্ট না হওয়ার নিকটতর। (আয়াত ৩)

(০৪:০২) নং আয়াতে এতিমদের সম্পদ যেন অন্যায়ভাবে গ্রাস করা না হয় সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশনা কোন এতিম নারীকে বিয়ে করলে যেমন প্রযোজ্য, না করলেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে তৎকালীন মুসলিমগণ একের পর এক যুদ্ধ জয় করছিলেন। সে সময় শক্রপক্ষের অসংখ্য নারী বন্দী হয়। যাদের অনেকেরই পিতামাতা ও স্বামীরা মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। অপরদিকে বিপক্ষের হাতেও অসংখ্য মুসলিম নারী তাদের স্বামী, মাতাপিতা তথা অভিভাবক হারায়। আল-কোরআনের ভাষ্যমতে তাদের বেশির ভাগই এতিম ছিলেন। (০৪:০৩) নং আয়াতে মূলত ঐ সকল অসহায় এতিম নারীদের ব্যাপারেই বিয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সম্পদ থাক বা না থাক, এতিম নারীদের অধিকার সংক্ষণের বিষয়েই এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তৎকালীন ইসলাম পূর্ব যুদ্ধের নিয়ম বা রাজনৈতিক বিধান অনুযায়ী যুদ্ধ লক্ষ সম্পদ বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করা হত। যেহেতু তখন কারাগারের সু-ব্যবস্থা ছিল না, তাই অধিকৃতদের সহায় সম্পদ সহ বন্দী নারীদেরকে সমাজের ক্ষমতাধর কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। এই

নারীদের সকল দায়-দায়িত্ব সহ যৌন ভোগের অধিকারও সেই মালিকদেরকে দেয়া হত। কিন্তু অধিকৃত সেই নারীদের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হত না। এরপ বিবিধ কারণে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সময়ের জন্য নব্য মুসলিমগণ পূর্বের প্রথামত সীমাহীন ও অবাধ নারী ভোগের সুযোগ পান। এ ধরনের অপ্রাতিকর পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অচিরেই আল্লাহতায়ালা নির্দেশ নাফিল করেন। একাধিক স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করার মত একটি কঠিন শর্তের অধীনে এতিম (পিতৃহীন ও বিধিবা নিঃসঙ্গ, অনাথ) নারীদের মধ্য থেকে ২, ৩ বা ৪ জনকে বিয়ে করার অধিকার দিয়া হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সীমাহীন যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

(০৪:০৩) নং আয়াতে ‘এতিম’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ শুধু পিতৃহীন শিশুই নয়, বরং পিতৃহীন দুর্বল, অসহায়, অনাথ (Helpless; Shelter less; unprotected) স্বাধীন নারী এবং পিতৃহীন ও স্বামীহারা বিধিবা ও তালাকপ্রাণ নিঃসঙ্গ স্বাধীন নারীরাও এর আওতায় পড়েন। তাছাড়া সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার জন্য কোন রাষ্ট্রে অবিবাহিত নারীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে অসহায় অবস্থায় পতিত হবার কারণে তারাও এতিম হিসেবে গণ্য হতে পারেন। যেহেতু এখানে এতিমদের প্রসংগে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং বিয়ের অনুমতির ক্ষেত্রে এখানে স্পষ্টভাবে (النساء من) ‘মিনা উননিসা-ই’ অর্থাৎ ‘সেই নারীদের মধ্য থেকে’ বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে নির্দিষ্টভাবে সেই এতিম স্বাধীন নারীদের কথাই বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি পরিকারভাবে বুঝাতে হলে আমদেরকে প্রবর্তীতে নাফিলকৃত (০৪:১২৭) নং আয়াতের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলের (সা.) কাছে স্বাধীন নারীদের বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বিধান জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই কিতাবে সেই ‘ইয়াতিমা-উননিসা-ই’ অর্থাৎ ‘স্বাধীন নারীদের মধ্যে যারা এতিম’ তাদের সম্পর্কেও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা অহরহ পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু তারপরও এতিম নারী ও অসহায় শিশুদের দুর্বলতার কারণে যদি তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বাস্তিত হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে সেই অসহায় ও এতিমদের ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যারা এই ধরনের সংকর্ম করেন- মহান আল্লাহ তাদেরকে খুব ভাল করেই চেনেন।

বাস্তিত ও অবহেলিত এতিমদের সেহয়োগিতা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে (০৪:০৩) নং আয়াতে এতিম নারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে বিয়ে করার কথা

উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে পরিকার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হলে তবেই সেই (এতিম অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, অনাথ- Helpless; Shelter less; unprotected) নারীদেরকে মোহরানা নির্ধারণ করেই বিয়ে করতে হবে। সুতরাং এখানে বিয়ের উপযুক্ত নয় এরূপ কোন এতিম শিশুকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এমনটি ভেবে নেয়া কিন্তু মোটেও ঠিক হবেনা। এতিম (অনাথ- Helpless; Shelter less; unprotected) নারীদের দুর্বলতার সুযোগে যেহেতু তাদের সাথে অসৎ আচরণ করার, বিশেষ করে তাদেরকে যৌন নিপীড়ন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই তাদের সাথে সেরূপ অসদাচরণের পথ বন্ধ করার নির্দেশনাই এখানে দেয়া হয়েছে। অগত্যা তাদেরকে যদি খুব ভাল লেগেই যায় সেক্ষেত্রে কোনরূপ ছলচাতুরী নয়, বরং তাদের হক (মৌলিক অধিকার) আদায় করার মত সামর্থ্য থাকলে তবেই সেই (পিতৃহারা বা স্বামীহারা দুর্বল, অসহায়, অনাথ, বিধাব, তালাকপ্রাণ্তা) বিয়ের জন্য উপযুক্ত এতিম নারীদের মধ্যে থেকে ২ বা ৩ বা সর্বোচ্চ ৪ জনকে পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সেই সঙ্কটের সময়ে এতিমের দোহাই দিয়ে দুর্বল, অসহায়, অনাথ, (Helpless; Shelter less; unprotected) বিধাব ও তালাকপ্রাণ্তাদের মধ্য থেকে ইচ্ছেমত অগণিত নারীকে বিয়ের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আবার একাধিক এতিম নারীকে বিয়ে করলে যদি তাদের প্রতি সমতা রক্ষা না হওয়ার মত আশঙ্কা থাকে, তাহলে এতিম কিংবা এতিম নয় এরূপ স্বাধীন নারীদের মধ্য থেকে ১ জনকেই বিয়ে করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর তা না হলে ‘মা-মালাকাত আইমানুকম অর্থাৎ ডান হাতের অধিকারভুক্ত’ কোন ইমানদার নারীকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের বক্তব্য অনুসারে স্বাভাবিক কিংবা বৈরি, যেকোন পরিস্থিতিতেই একসাথে ১ জনের বেশি অর্থাৎ এতিম নয় এরূপ ২, ৩ কিংবা ৪ জন অবিবাহিতা স্বাধীন নারীকে একেত্রে স্ত্রী হিসেবে রাখার বৈধতা আছে বলে প্রমাণিত হয় না। তবে পারিবারিক কিংবা সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামালে নেয়ার নেক উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সমতা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে ও সামর্থ্য থাকলে ৪ জন পর্যন্ত এতিম স্বাধীন নারীকে অথবা ১ জন অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর সাথে আরো ৩ জন পর্যন্ত এতিম স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও যেকোন ধরনের বৈরী পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যদি এতিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে প্রথমত সেই রাষ্ট্রের সরকারকে তাদের সকল দায়-দায়িত্ব নেয়ার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা নেয়া আদৌ সম্ভব না হয় এবং সরকারের এই

অপারগতার কারণে সেই এতিম নারীদের মৌলিক অধিকার ক্ষন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সামর্থ্যবানদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যেতে পারে। কারণ অসহায় নারীদেরকে জনগণের সম্পত্তি বানানো মোটেই সম্মানজনক ও সুখকর হতে পারে না। বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই ক্রান্তিকালের জন্য নিষ্ঠাবান ও সামর্থ্যবান পুরুষের ঘরে ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য দু-একজনের সাথে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে বসবাস করাই তো উত্তম। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সেই ঘরের স্ত্রীর যদি একজন অপরজনকে বোন ভেবে সমর্থোত্তা করে নেন, তাহলে আল্লাহর কিতাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধারন ও পার্থিব স্বার্থকে ত্যাগ করার মাধ্যমে অবশ্যই তারা মহান আল্লাহকে খুশি করতে সক্ষম হবেন। এই ত্যাগ স্তীকারের কারণে তাদের ছোট-খাট ভুলগ্রেটি ক্ষমা করে দিয়ে পরকালীন অনন্ত প্রতিদান থেকে নিশ্চয় মহান স্বষ্টা তাদেরকে বিমুখ করবেন না।

সুতরাং পরিত্র কোরআনের বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র পুরুষের কামনা বাসনা বা স্বার্থ হাসিলের জন্য নয় বরং এতিম নারীদের স্বার্থ ও ন্যায্য অধিকার রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একজন সামর্থ্যবান পুরুষকে এতিম নারীদের মধ্য থেকে ২, ৩, ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে একজনকেই বিয়ে করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এবার নিচের আয়াতের বক্তব্যের প্রতি ভাল করে লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে-

#### ৪৩ নং সূরা নিসা (মদীনায় অবর্তীর্ণ)

\*যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, অতঃপর শাস্তির শর্তে পরম্পর মিটমাট, পুন-মিত্রতা, মিমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন পাপ নাই। মিটমাট, পুন-মিত্রতা, মিমাংসার পছাই উত্তম। মনের মধ্যে লোত বিদ্যমান থাকে; যদি তোমরা সংকর্ম কর ও ভয় কর (আল্লাহকে), তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সব খবর রাখেন। (আয়াত ১২৮)

\*আর তোমরা কখনই (একাধিক) স্বাধীন নারীদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অতঃপর প্রবৃত্ত হইও না এ সকল আসন্তিতে এবং তাকে (এক স্ত্রীকে) দোদুল্যমান অবস্থায় একাকি ফেলে রেখে। আর যদি সমর্থোত্তা করে নাও এবং খোদাভীরু হও, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরিত্রাগকারী, অফুরন্ত ফলদাতা। (আয়াত ১২৯)

\*আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশংসন্তা দ্বারা অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ সুপ্রশংসন, প্রজ্ঞাময়। (আয়াত ১৩০)

(০৪:১২৮) নং আয়াতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ বা উপেক্ষার বিষয় ঘটলে নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষে আপোস-নিষ্পত্তি করে নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই সততা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। (০৪:১২৯) আয়াতের প্রথম অংশে  
شُبَّثَتِي بِيَوْمِ الْمُحْكَمِ  
‘নিস্টাই’। শব্দটি ব্যবহার করে সরাসরি স্বাধীন নারীদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। যদি বক্তব্যটি এক স্ত্রী রেখে অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীদের প্রতি ঝুকে গড়ার বিষয়ে হত তাহলে কুম্হ বা কুম্হ বাঁচাইতে পারে অংশে (فَنَذَرُوا هُنَّا)  
‘তাকে’ অর্থাৎ ‘একজন স্ত্রীকে’ দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে রেখে একাধিক স্বাধীন নারীকে স্ত্রী হিসেবে পাবার বাসনার প্রতি আসত্ত না হবার অর্থাৎ এরূপ খেয়ালকে প্রশ্রয় না দেবার ইঙ্গিতই এখানে বহন করে। তার পরের অংশে বলা হলো- “আর যদি সমরোতা করে নাও এবং খোদাভীরু হও, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।” এখানে কিসের সমরোতা ও কেমন সমরোতা সেটা পরের আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই আয়াতের বক্তব্যে ঝুঁকিয়ে দেয়া হলো যে, মানুষ হিসেবে যেহেতু সবার দৃষ্টিভঙ্গ ও চাওয়া পাওয়া এক রকম নয়, তাই যারা বিয়ে করা এক স্ত্রীকে ছেড়ে সখের বসে একাধিক অবিবাহিতা স্বাধীন নারীকে স্ত্রী হিসেবে পাবার বাসনা করে, সেক্ষেত্রে তারা মনে মনে এমনটি চাইলেও একসাথে একাধিক স্বাধীন নারীদের বিয়ে করে তাদের (স্ত্রীদের) মাঝে কখনই সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাই একজন স্ত্রীকে একাকি দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে রেখে এ ধরনের আসন্নিতে প্রবৃত্ত না হওয়ার নিন্দেশই দেয়া হয়েছে। অতঃপর কোন প্রকার লোভ-লালসার মোহে পড়ে নয়, বরং বিশেষ কারণে যদি (স্বামী ও স্ত্রী) একে অপরকে পছন্দ নাই হয় অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে অগত্যা সংসার ধর্ম পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে ঝুলিয়ে না রেখে হয় পরক্ষের মধ্যে সমরোতা ন্যাত বিধিমত বিচ্ছেদ করে নিতে হবে। তারপর চাইলে পছন্দ মত অন্য কাউকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই। এক্ষেত্রে সমরোতা বলতে শুধুমাত্র নিছক অনুমতি নয় বরং বর্তমান স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার সংক্রান্ত ন্যায়সঙ্গত শর্ত মেনে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ও তাকে জনিয়ে আবার বিয়ে করার কথাই বোঝানো হয়েছে। এরূপ সততা রক্ষাকারীদের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অভাবমুক্ত করে দেয়ার অঙ্গিকার করা হয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান হচ্ছে না এই অযুহাতে একাধিক বিয়ের পাঁয়তারা করা হয়। অনেক সময় স্ত্রীর মারাত্মক কোন অসুস্থতার দোহাই তোলা হয়। এরূপ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে এক স্ত্রীকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে হট কোরে না জনিয়ে তারই চোখের সামনে আরেক নারীকে স্ত্রী বানিয়ে নিয়ে এসেই শুধু ক্ষান্ত হয় না। বরং বৈধতার লাইসেন্স পেয়ে নুতন স্ত্রীর সাথে ফস্টিনিস্টির মাত্রাটা এমন আকার ধারন করে যে, তা নির্লিঙ্গের মত প্রদর্শন করতেও যেন তাদের বিবেকে বাধে না। ইসলামের নামে অসম ব্যবহারের এরূপ দৃষ্টিত্ব স্থাপন করাটা কোন নিরেট ধর্মান্ধ কিংবা অজ্ঞ ধর্মহীন ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যারা আল্লাহকে সত্যিই ভয় করেন, তারা এ পথে পা বাঢ়াতেই পারেন না। এরূপ আচরণ করা অমানবিক এবং অত্যন্ত গুণাহের কাজ। অনেকে তো আবার পাশ্চাত্যের উপমা টেনে ব্যভিচার রোধের জন্য একসাথে একাধিক বিয়ে করার পক্ষে গান গাইতে থাকেন। কিন্তু তাদের এই যুক্তি সত্যিই হাস্যকর। প্রকৃত অর্থে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তারা বিয়ে করার পরও ব্যভিচার করে। কিন্তু যারা ইমানদার তারা একটি বিয়েতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আর যারা বিয়ে করতে পারছেন না বা বিয়ে করার উপযুক্ত নন, তারা যেন রোজা রাখেন ও ধৈর্য ধারন করেন।

হ্যরত মোহাম্মদ (সা.) বা খলিফাদের সমষ্টি বিয়ে গুলোই সেই সময়ের পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহর ওহী নাজিল হওয়ার মাধ্যমে যেমন সঠিক ছিল। তেমনি এখনও যদি সেরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর ওহী সেভাবেই কার্যকর হবে। কোন নির্দিষ্ট সময় বা পরিস্থিতির দোহাই দেয়া নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সময়ে এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য আল্লাহর দেয়া বিধান অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং কার্যকর।

তবে সৌদি বাদশা বা ধনীরা বা অন্য কে কি করেছেন বা করছেন, তা কখনই মুসলিমদের আদর্শ হতে পারে না। যেখানে (০৪:১২৯) নং আয়াতে স্বয়ং স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, “তোমরা কখনই (একাধিক) স্বাধীন নারীদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, যদিও এর আকাঞ্চা করে থাক।” সুতরাং এর পরও কে সেই প্রকৃত ইমানদার যিনি প্রেমলীলায় মেতে বা নেহায়েত ব্যক্তিগত সাময়িক সংকটের দোহাই তুলে কিংবা রাগ ও জেদের বশবর্তী হয়ে একাধিক স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারে?

একইভাবে বলা যায় (০৪:০৩) নং আয়াত অনুসারে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক অর্থাৎ ২, ৩ ও ৪টি বিয়ের জন্য এতিম নারী চয়ন করার অনুমতি আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ন্যায় বিচারের অন্যথা হবার সন্দেহ থাকলে, ১ জনেই সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। এতিম অর্থাৎ অনাথ নয় এরপ একাধিক স্বাধীন নারীকে বিয়ে করা ন্যায়সঙ্গত নয়। সুতরাং শুধু সামর্থ্য থাকলেই হবেনা, যুক্তিসঙ্গত বিশেষ কারণ ছাড়া পুরুষের জন্যে আপন খেয়াল-খুশিমত একসাথে একাধিক বিয়ে করা কখনো ন্যায়সঙ্গত ছিলনা এবং এখনো তা হতে পারে না।

**‘একজন বলেছেন:** এখানে এতিম বলতে আপনি যেগুলো কেট করেছেন সেগুলো কি ইসলাম সম্মত? এ ব্যাপারে আপানর কাছে কি কোন প্রমাণ আছে অর্থাৎ অন্য কারো ব্যাখ্যা? ইসলামে তাদেরকেই এতিম বলা হয় যাদের পিতা বেঁচে নাই।

**আমার জবাব:** ভাই, আমি জেনে শুনেই যা সঠিক তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সত্য অনেক সময় অপ্রিয় মনে হতে পারে। যুগ যুগ ধরে কোন মিথ্যাকে ইনিয়ে প্রচার করা হলে মানুষ আস্তে আস্তে সেটাকেই সত্য বলে ভাবতে শেখে। বিশেষ করে তা যখন কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন তা যতই অমানবিক ও অন্যায় আচরণের পর্যায়ে চলতে থাকুক না কেন, সেই স্বার্থবাদী মানুষগুলো বিভিন্ন অঙ্গুহাতে সেটা আতঙ্ক করে ফেলেন। বিশেষ করে ধর্মের নামে জায়েজ বানিয়ে দিলে তো নিজেরাই নিজেদের মন মত সাত খুন মাফ করে নিতে পারেন। আশাকরি আপনারা ধর্মের নামে চালানো এরপ ছল-চাতুরী বুঝতে সক্ষম হবেন। মহান আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের বোঝার সামর্থ্যকে আরও বৃদ্ধি করে দেন।

ভাই, আমি বিশ্বাস করি আল-কোরআনে বহুবিবাহ নয় বরং বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষদের জন্য একসাথে একাধিক চারটে পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ রক্ষা করতে অপারগ হলে একটির বেশি বিয়ে নয়।

আমি আগেই বলেছি যে, (০৪:০৩) নং আয়াতটি মূলত এতিমদের সাথে আচরণবিধি সংক্রান্ত। এর আগের ও পরের আয়াতগুলোর বক্তব্য সার্বজনীন হলেও তার নির্দেশও এর সাথে সম্পৃক্ত। এই বিষয়টি আমার মত আরও অনেক বিবেকবান মানুষের অন্তরেই দাগ কেটেছিল। কেউ প্রকাশ করেছেন, কেউ হয়ত করেন নাই। এরপ ব্যাখ্যার সাথে সহমত পোষণ করেন তেমনি একজনের বক্তব্য এবার আপনার সামনে তুলে ধরছি-

//মাওলানা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর- ইংরেজী তাফসীর অনুসরণে বাংলা অনুবাদ-

৩। যদি তোমরা আশংকা কর যে এতিমদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না, ৫০৮, তবে [এতিমদের মধ্যে থেকে] দুই, তিনি, অথবা চার জনকে বিবাহ করবে তোমার পছন্দমত। কিন্তু যদি আশাংকা কর তুমি [তাদের সকলের] সাথে সুবিচার করতে পারবে না, তবে শুধুমাত্র একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে [বিবাহ করবে]। ইহা তোমাদের জন্য অন্যায় রোধের অধিকরণ উপযুক্ত ৫০৯।

৫০৮। এতিম মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে এখানে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এই আয়াতটি নাজেল হয় ওহদের যুদ্ধের পটভূমিতে। ওহদের যুদ্ধে মুসলমানদের বহু পরিজন শাহাদাত লাভ করেন। বহু নারী বিধবা হন। বহু মেয়ে এতিম হয়। এই বিধবা, এতিম নারীদের সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যেই আয়াতটি নাজেল হয়েছে। এদের প্রতি আচরণ যেন মানবিক এবং ন্যায়সঙ্গত হয়, এই আয়াতটি তারই বার্তা বহন করে। সমাজে যেন এতিম বা বিধবারা সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে সুষ্ঠু জীবনযাপন করতে পারে তাই-ই এই ব্যবস্থা। ওহদের যুদ্ধ গত হয়েছে, কিন্তু এর যে নীতি তা এখনও বলবৎ আছে। এতিম মেয়েদের বিয়ের অনুমতি তখনই দেওয়া হয়েছে, যখন তাদের বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ব্যাপারে পুরোপুরি স্বার্থ রক্ষা করা এবং এতিম ও নিজ পরিবারের সবার সাথে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আচরণ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এতিমের জন্য।

ঠিক এরকম পরিবেশ বা অবস্থার উভব হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সক্ষম যুব সমাজ যুদ্ধে নিহত হওয়ার ফলে দেশে বিবাহযোগ্য অবিবাহিত নারীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু যেহেতু তাদের ধর্মে পুরুষের এক বিয়ের রীতি, সেই কারণে বহু মেয়েকে চির জীবন কুমারী জীবনযাপন করতে হয়। যদিও এদের গ্রাচাঞ্চলনের অভাব ছিল না, রাষ্ট্রে তাদের সে ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু মানুষ মাত্রই কামনা বাসনা থাকবে। এই কামনা পৌঢ়িত হয়ে বহু মেয়েকেই অবৈধ জীবনযাপন করতে হয়। মেয়েদের ঘর-সংসার করার বা মা হওয়ার জন্মগত যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। এরকম অবস্থাতেই শুধুমাত্র চার-বিয়ের সুফল ভোগ করা যায়। যারা চার বিয়ের পক্ষপাতি তাদের মনে রাখতে হবে চার বিয়ের আয়াতটি নাজেল হয়েছিল ওহদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। শান্তির সময়ে বা সুষ্ঠু সময়ে তা প্রযোজ্য নয়। //

এবার ‘আল-কাওসার’- ‘আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান’- মদীনা পাবলিকেশান্স-এ ‘এতিম’ শব্দটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বেশ কয়েকটি অর্থ (নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া, এতীম হয়ে যাওয়া, ছোট হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে পড়া, পিতৃহীন, মূল্যবান মুক্তা, তুলনাইন বস্তু ইত্যাদি) দেয়া আছে দেখে নিতে পারেন। তাছাড়া ‘ইয়াতামা’ শব্দটি ‘genitive plural noun’ হওয়ায় এটিকে শুধুমাত্র এতিম বালিকাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা ঠিক নয়। আল-কোরআনে এই সবগুলো অর্থের নিরিখেই এই আয়াতের বক্তব্যকে একসাথে পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সব এতিমরাই সংশ্লিষ্ট। আর এ কারণেই যখন বিবাহের প্রশ্ন এসেছে, তখন স্পষ্টভাবে ‘মিনা উননিসা-ই’ অর্থাৎ ‘সেই নারীদের মধ্য থেকে’ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। [০৪:১২৭] তারা তোমার কাছে স্বাধীন নারীদের বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদের কাছে তাদের সম্পর্কে বিধান দেন এবং এই কিতাবের মধ্যে যা তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হয় সেই সব (ইয়াতিমা-উননিসা-ই) এতিম অর্থাৎ অনাথ, নিঃসঙ্গ (স্বাধীন) নারীদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা তাদের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রদান কর না, অথচ বিয়ে করার বাসনা রাখ এবং শিশুদের মধ্যে যারা অসহায় তাদেরও (তাদের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রদান কর না), আর ন্যায়ভাবে তোমরা এতিমদের পাশে দাঁড়াও এবং তোমরা সংকর্ম যা কিছু কর- আল্লাহ তো সেসব বিষয়ে সবই জানেন।] কারণ আল্লাহতায়ালা জানেন যে, তা না হলে সুযোগ সন্দানীরা শিশু বিবাহকে জায়েজ বানিয়ে দুর্বলদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করাকে রীতি বানিয়ে নিতে পারে। যদিও ক্ষণিকের জন্য হলেও কিছু বিপথগামী মানুষ এই সত্যকে ছাপিয়ে গুনাহে লিঙ্গ হয়েছেন। কিন্তু এর জবাব তো তাদেরকে একদিন কড়ায় গওয়া দিতেই হবে। যারা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম তাদের বলার পথ সর্বজ্ঞ মহান স্রষ্টা ঠিকই খোলা রেখেছেন। এটাও আল্লাহতায়ালার কালামের একটি মন্তব্য মহত্ত্ব। সত্যকে বুঝার জন্য সংকীর্ণ মন ত্যাগ করে, হৃদয়বান হওয়া জরুরি। তা না হলে ধর্মের নামে অন্যায় আচরণ গা সওয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবারই মনে রাখা উচিত যে, ন্যায় ও অন্যায়ের সহাবস্থান আল্লাহর কালামের মৌল নীতি বিরুদ্ধ।

আপনাকে আবারও (০৪:০৩ ও ১২৮ - ১৩০) নং আয়াতের বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া আরেকটি বিষয়। আল্লাহতায়ালা যদি সর্ব অবস্থাতেই ২, ৩, ৪টি বিয়ে জায়েজ রাখতেন, তাহলে যে আয়াতগুলোতে বিবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞারিত বিধান দেয়া হয়েছে

সেখানেও অন্তত তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকার কথা। তাছাড়া মিরাস বা ফারায়েজ সংক্রান্ত বিধানেও একাধিক কন্যা সন্তান হলে কিভাবে অংশ নির্ধারণ করতে হবে তা যেমন স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, একাধিক স্ত্রীদের বেলাতেও সেরূপ স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া থাকত। একাধিক স্ত্রীদের ন্যায় অধিকার সম্পর্কেও শরীয়তের নামে গোঁজামিল দিয়ে সংকীর্ণ করে রাখা হয়েছে এবং ৪ জন স্ত্রীর মধ্যে সেই ১/৮ অংশই ভাগাভাগি করে নিতে হচ্ছে। সে কারণেই মুসলিম নামধারীদের জন্য খেয়াল ও সখের বসে একাধিক স্বাধীন নারীকে বিয়ে করাটা যেন পাতাহাত হয়ে গেছে। এভাবে মুসলিম সমাজে ইনসাফ নয় বরং বে-ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সর্বাবস্থায় বিয়ের পারমিশন থাকলে আল্লাহতায়ালা স্পষ্টভাবেই সকল নির্দেশনা দিয়ে দিতেন। যেহেতু পবিত্র কোরআনে একাপকোন অসঙ্গতি নেই, তাই সুন্নত পালনের দোহাই দিয়ে সখের বসে বাঁধাইনভাবে একাধিক বিবাহকে জায়েজ বানানোর মাধ্যমে অন্যায়ের শাখা প্রশাখা নানা দিকে বিস্তৃত করার ব্যবস্থা যেন পাকা করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালার নির্দেশনাকে জ্ঞানুটি করে বা ভুল ভেবে একদল স্বার্থবাদী মানুষ যেন কোন এক আদিম বাসনা পুরণের পাঁয়তারা করছেন। যা নারী ও পুরুষ উভয়েরই স্রষ্টা কখনও সহ্য করবেন না। কেননা আল্লাহতায়ালা এসব বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে কৃষ্ণবোধ করেন না। লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, এই আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এখানে স্পষ্টভাবে এতিম অর্থাৎ অনাথদের জন্য বিধান দেয়া হয়েছে, তাই সঙ্গত কারণেই এখানে বিবাহ সম্পাদনের যে বিধান দেয়া হয়েছে তা এতিম অর্থাৎ অনাথ (Helpless; Shelter less; unprotected) নারীদের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ঘরে বা বাইরে সবক্ষেত্রেই আপন বা পর যেকোন মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় আচরণ করলে তার ক্ষমা পাওয়া সত্যিই দুষ্কর হবে। তাই আবারও বলছি, সামর্থ থাকলেই বৃহত্তর কোন বিশেষ কারণ ছাড়া পুরুষের জন্যে আপন খেয়াল-খুশিমত একসাথে একাধিক বিয়ে করা কখনো বৈধ ছিলনা এবং এখনো বৈধ নয়।

**‘একজন বলেছেন:** আপনার মূল বক্তব্যের সাথে সহমত জানিয়ে বলছি, ইসলামে পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য, পুরুষের ভোগ বিলাসের জন্য নয়। তবে সামাজিক সমস্যা শুধুমাত্র যুদ্ধাবস্থায়ই হবে এমন নয়। যেকোন সময় যেকোন সমাজে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-

১. কারো স্ত্রী স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন,

২. স্ত্রী সন্তান জন্মানে অক্ষম হতে পারেন,

৩. কোন নারী প্রতিবন্ধি বা বিধবা বা অসুস্মর কিংবা দরিদ্র হওয়ার কারণে প্রথম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ছেলে নাও পাওয়া যেতে পারে,

৪. কোন একটি জনগোষ্ঠির মাঝে নারীর অনুপাত পুরুষের চেয়ে বেশী হতে পারে (যেমন আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের জেলে সমাজে প্রতিবছর প্রচুর পুরুষ জেলে সমৃদ্ধে মাছ ধরতে গিয়ে মারা যায়) ইত্যাদি।

এই সকল সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য মানবিক একমাত্র সামাধান হচ্ছে পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া। এখন সমস্যা হচ্ছে কোন পুরুষ যখন দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তখন সেই বিয়ে সত্যিই কোন সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য হচ্ছে, নাকি তোগের জন্য হচ্ছে তা নির্ধারণ করবে কে? খুব সহজেই বলা যায় পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ে দ্বারা যাদের স্বার্থহানি হতে পারে তারা হচ্ছেন- ১. আগের স্ত্রীগণ এবং ২. যাকে বিয়ে করা হচ্ছে তিনি।

এজন্যই শরিয়ত একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে আগের স্ত্রীদের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, আর যাকে বিয়ে করা হচ্ছে তার অনুমতি ছাড়া তো কোন বিয়েই হতে পারে না। সুতরাং শরিয়তের বিধান অনুসারে যদি আগের স্ত্রীদের পূর্ণ স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তার মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বহু জটিল সমস্যার যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান সম্ভব, যা কখনই পুরুষের ভোগ বিলাসের বিষয় হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কিছু দিন আগে পড়া একটা ঘটনা উল্লেখ করছি- আমেরিকাতে এক মেয়ে ইসলাম গ্রহণের পর তার পারিবারিক নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সে আশংকা করছিল একা থাকলে তার প্রাক্তন স্বামী বা পরিবারের অন্যরা তাকে উত্ত্যক্ত করবে। তখন এক মুসলিম নারী নিজ উদ্যোগে নিজের স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সেই নব মুসলিম নারীটিকে গ্রহণ করে নেন এবং এভাবেই একটি জটিল সমস্যার চমৎকার সমাধান বেরিয়ে আসে। পরিশেষে চমৎকার একটি বিষয় উপস্থাপনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার জবাব: পড়ার ও মূল বক্তব্যের সাথে সহমত জানানোর জন্য ধন্যবাদ-

হাঁ, সামাজিক সমস্যা যে শুধুমাত্র যুদ্ধাবস্থাতেই হবে, এমন নয়। যেকোন সময় যেকোন সমাজে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং আপনার এই মতের সাথে সহমত পোষণ করছি।

তবে আপনার উল্লেখিত সমস্যা বা জটিলতা স্ত্রীর বেলাতেও ঘটতে পারেনা কি? যেমন-

১. কারো স্বামী স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন,

২. স্বামী সন্তান জন্মানে অক্ষম হতে পারেন,

৩. কোন পুরুষ প্রতিবন্ধি হলে বা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে কিংবা পুরুষটি অসুস্মর বা দরিদ্র হওয়ার কারণে (প্রথম) স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত মেয়ে নাও পাওয়া যেতে পারে,

৪. কোন একটি জনগোষ্ঠির মধ্যে পুরুষের অনুপাত নারীর চেয়ে বেশী হয়ে যেতে পারে (যেমন ভারতে কন্যা সন্তান পেটে আসলে তা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, তাই ভবিষ্যতে এমন সন্তানবানার আশংকা করা হচ্ছে) ইত্যাদি।

এই সকল সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য মানবিক একমাত্র সামাধানের জন্য কি কোন নারীকে একসাথে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া যেতে পারে?

এক কথায় এর উত্তর হলো- ‘না’। কারণ ইসলামের মৌল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে (৪:২৪) বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের জন্যে কোন স্বাধীন সধবাকে বিবাহ করা হারাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে-

৪ নং সূরা নিসা (মদীনায় অবতীর্ণক্রম ৯২)

\*যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করোনা। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্রীল, গবেষণের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (আয়াত ২২)

\*তোমাদের (বিবাহের) জন্যে নিযিন্দ করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইয়ের মেয়ে; বোনের মেয়ে, তোমাদের সেই মায়েরা যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সেই স্ত্রীদের কল্যা- যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা (নিযিন্দ); কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (আয়াত ২৩)

\*এবং (wal-muh'sanātu mina l-nisāi) স্বাধীন নারীদের মধ্যকার কোন সধবা (তোমাদের বিবাহের জন্য নিযিন্দ); তাদের ছাড়া- যারা (মা-

মালাকাত আইমানুকুম) তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত রয়েছে, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হৃকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী বৈধ করা হয়েছে স্বীয় ধন-দৌলতের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য- যুভিচারের জন্য নয়। অতএব তাদের মধ্যে যার থেকে তোমরা সুফল পেতে চাও- তাকে তার নির্ধারিত মোহরানা প্রদান কর। তোমাদের কোন দোষ নেই যাতে তোমরা পরস্পর সম্মত হও- নির্ধারণের পর। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, পরমজ্ঞনী। (আয়াত ২৪)

(০৪:২২) নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বিয়ে সম্পর্কে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। সুতরাং পরবর্তী (০৪:২৩) নং আয়াতে হারাম বলতে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে মূলত কাকে বিয়ে করা যাবে বা যাবে না সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং যাদের সাথে বিয়ে বৈধ নয় তাদের মধ্যে (০৪:২৪) নং আয়াতে উল্লেখিত ‘স্বাধীন নারীদের মধ্যকার কোন স্বত্বাও’ অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একজন মুসলিম স্বত্বা অর্থাৎ যে নারীর স্বামী জীবিত আছে তিনি অন্য সকল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। ফলে একজন মুসলিম নারীর পক্ষে একই সময় একাধীক্ষ স্বামী গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয়। তাহলে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর সমাধান আছে কি? হাঁ, এবার এ বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছি-

১. কারো স্বামী স্বাধীনভাবে অসুস্থ হলে বা ২. স্বামী সন্তান জন্মানে অক্ষম হলে- যদি স্ত্রী চান তাহলে সেই স্বামীর কাছ থেকে ‘খুলা’ -এর মাধ্যমে পৃথক হয়ে যাওয়ার বিধান রয়েছে। ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হবার পর তিনি চাইলে অন্য কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন।

৩. কোন পুরুষ প্রতিবন্ধি হলে বা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে বা পুরুষটি অসুস্নদর বা দরিদ্র হওয়ার কারণে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত স্বাধীন নারী নাও পাওয়া যেতে পারে- এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধি পুরুষটি কোন প্রতিবন্ধি নারীকে, যে পুরুষের স্ত্রী মারা গেছেন তিনি কোন বিধবাকে, আর অসুস্নদর বা দরিদ্র পুরুষটি এমন কোন অসুস্নদর, দরিদ্র, এতিম বা ডান হাতের অধিকারভুক্ত নারীকে বিয়ে করতে পারেন। কারণ সমমনা হলে পরস্পরের বাস্তব অবস্থা বোঝা ও সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়া সহজ হয়।

৪. কোন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষের অনুপাত নারীর চেয়ে বেশী হয়ে যেতে পারে (যেমন ভারতে কল্যাণ সন্তান পেটে আসলে তা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, তাই ভবিষ্যতে এমন সন্তানের আশংকা করা হচ্ছে) ইত্যাদি- ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিস্থিতির উভব হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা

যায় যে, অনেক দেশেই নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি বা প্রায় সমান সমান। কেবলমাত্র ভারতের মত মানব ভ্রণ অর্থাৎ পেটের সন্তান বিনষ্টকারী দেশই এর ব্যতীক্রম। স্বেচ্ছায় পেটের কল্যাণ সন্তান নষ্ট করার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ আল-কোরআনে ভরণ-পোষণের ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলামি সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কোন সম্ভবনা নেই। তাছাড়া পৃথিবীর যেসব দেশে ফিলেল ইন্ফ্যাটিসাইট (স্ত্রী-ভ্রণ বা সন্তান বিনষ্ট) করার প্রচলন নেই, দেখা গেছে সেইসব অংশে নারীর সংখ্যা পুরুষের সমান কিংবা কিছুটা বেশি।

তবে আপনার উল্লেখিত ৪ নম্বর কারণটি //৪. কোন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর অনুপাত পুরুষের চেয়ে বেশী হতে পারে// সম্পর্কে আল-কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোন মুসলিম দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেড়ে গেলে সেই সংক্ষিতের সময় সম্পত্ত কারণেই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে একজন পুরুষের জন্য ইনসাফের ভিত্তিতে ২, ৩, ৪টি পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। আমার মূল লেখায় এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে- কোন পুরুষ যখন দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তখন সেই বিয়ে সত্যিই কোন সামাজিক, পারিবারিক কিংবা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য হচ্ছে, নাকি শুধুমাত্র ভোগের জন্য হচ্ছে তা নির্ধারণ করবে কে?

আমেরিকার যে ঘটনার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তা যে শুধুমাত্র ভোগের জন্যে নয় সেটা পরিস্কার। কোন নারী পূর্বের অমুসলিম স্বামী, পরিবার পরিজন ও পূর্বধর্ম ত্যাগ করে এসে ইসলাম করুল করলে, সেই ইমানদার স্বত্বা নারীকে বিধিমত বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্য জায়েজ। এক্ষেত্রে একজন সহমর্মী মুসলিম নারী নিজ উদ্যোগে তার স্বামীর সাথে সেই বিপদ্ধান্ত ও অসহায় নব মুসলিম পুরুষটির জন্য প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার বা তার সাথে হয়ত বিশেষ কোন সমরোতায় আসার প্রয়োজন পড়ে নাই। নব মুসলিম নারীটি রাজি থাকলে এই বিয়েকে কোরআন সম্মত সিদ্ধান্তই বলতে হবে। মহান আল্লাতায়ালা নিশ্চয় নিজ অনুগ্রহে এই পরিবারের সকল জটিলতা নিরসন করবেন ও কল্যাণ দান করবেন।

তবে মানবতার দৃষ্টিতে দেখলে কোন স্থানে যদি মুসলিম নারীর চেয়ে মুসলিম পুরুষের সংখ্যা কম না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যভাবে সমাধান করার চেষ্টা নিলে আরো ভাল হয়, যেমন-

১. সেই নারীকে মানবিক কারণেই কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে কোন স্ত্রী-হারা পুরুষের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার জন্য সেখানকার মুসলিম কমিউনিটি বিশেষ করে সেখানকার নারী সদস্যরা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২. চাকরির ব্যবস্থা করে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ব্যবস্থা নিলে আরো ভাল হয়। পরবর্তীতে তিনি চাইলে দেখে শুনে পছন্দমত বিয়ে করতে পারেন।

পরিশেষে গঠনগত সমালোচনার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**“একজন বলেছিলেন:** ধন্যবাদ বিস্তারিত আলোচনার জন্য। খুব সহজেই বলা যায় যে, পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ের কারণে যাদের স্বার্থহানী হতে পারে তারা হচ্ছেন- ১. আগের স্ত্রীগণ এবং ২. যাকে বিয়ে করা হচ্ছে। এজন্যই শরিয়ত একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে আগের স্ত্রীদের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, আর যাকে বিয়ে করা হচ্ছে তার অনুমতি ছাড়াতো কোন বিয়েই হতে পারে না। সুতরাং শরিয়তের বিধান অনুসারে যদি আগের স্ত্রীদের মতামত নিয়ে পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তার মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বহু জটিল সমস্যার যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান সম্ভব। তবে এই সিদ্ধান্ত যে কখনই পুরুষের ভোগ-বিলাসের বিষয় হতে পারবে না তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

আপনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন- //এই সকল সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য মানবিক একমাত্র সামাধানের জন্য কি স্বাধীন স্থিতি নারীকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া যেতে পারে?//

নারীদের চারটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে আপনি তাদের ক্ষেত্রেও একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন তা নাস্তিকদের বহুল আলোচিত একটা বিষয়। আমি আশা করেছিলাম এর উত্তরটা আপনি ইতিমধ্যেই জানেন। কারণ এর আগে অনেক বিষয়েই আপনকে দেখেছি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে। আশিকরি এ ক্ষেত্রেও আপনার অবস্থান পরিষ্কার করবেন।

**আমার জবাব:** আপনি বলেছেন- //এজন্যই শরিয়ত একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে আগের স্ত্রীদের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, আর যাকে বিয়ে করা হচ্ছে তার অনুমতি ছাড়াতো কোন বিয়েই হতে পারে না।//

বিয়ের সময় নারী অর্থাৎ কনের অনুমতি বা মত যে অবশ্যই নিতে হবে, তা আমার অজানা নয়। তবে একাধিক বিয়ে করার জন্য স্বামীকে তার আগের স্ত্রী বা স্ত্রীদের অনুমতি নেয়া যে বাধ্যতামূলক বলেছেন- সে সম্পর্কে আল-কোরআনের নির্দেশনা কি আপনি ঠিকমত ভেবে দেখেছেন?

আশিকরি ভুল বুঝেবেন না। আমি স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতিতেই একজন নারীর ক্ষেত্রে একসাথে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করার দলের নই। যেহেতু আল-কোরআনে এরূপ বিয়ের অনুমতি নেই, তাই এর পক্ষে যে যতই যুৎসই যুক্তি দেখাক না কেন ততে আমার অবস্থান পরিবর্তন হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

আপনি পুরুষের পক্ষে পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করে একাধিক বিয়েকে জায়েজ বানাতে চেয়েছিলেন, তাই আমিও নারীর পক্ষে সেই একই পয়েন্ট তুলে ধরে আপনার বিবেককে নাড়া দিতে চেয়েছি মাত্র। তাছাড়া আমার লেখার কোথাও কি আমি নারীদের একাধিক বিয়ের পক্ষে কোন কথা বলেছি বলে আপনার মনে হয়েছে? সুতরাং আপনি নারীদের বেলায় একাধিক বিয়ের বিপক্ষে, অথচ পুরুষের বেলায় সকল সময়েই একাধিক বিয়ের পক্ষ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ যারা পরিব্রত কোরআনের বিধানকে বিশ্বাস করেন না, তাদের বিপক্ষে আমার দৃঢ় অবস্থানের কারণে এসব বিস্তারিতভাবেই জানার সুযোগ হয়েছে।

অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে আমার এ অবস্থানের কারণে আবার ভাববেন না যেন, কোন নামমাত্র বেশধারী বিশ্বাসী মাত্রই সাজ্জা দলিল না দেখিয়ে শরীয়তের নামে উল্লেখাল্টা বললেই বা কোন কিছুকে জায়েজ বানিয়ে দিলেই আমি তা হজম করে নেব। আমার পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। তেমনি আমেরিকা হোক বা সৌদি হোক, এসব অনেক জাতাদের উদাহরণ না টেনে হাতের কাছে স্ফুট প্রেরিত যে শাশ্বত বিধানখানা বর্তমান রয়েছে সেটাকে আকড়ে ধরাই তো বিশ্বাসীদের প্রথম ও প্রধান ধ্যান-জ্ঞান হওয়া চাই, তাইনা?

পুরুষ কিংবা নারী কারো জন্যই যে তুচ্ছ অজুহাতে বা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে একাধিক বিয়ে করা বৈধ নয় তা আমি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছি। আর যে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়ত পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে বৈধ করেছে সে সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবেই বলার চেষ্টা করেছি। নারীর জন্য কোন

অবস্থাতেই যে একসাথে একাধিক বিয়ে করা বৈধ নয়, তা আমি জানি এবং আমার অবস্থান এর পক্ষেই। যেহেতু সঙ্গের মুহর্তে পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ের অনুমতি আছে, তাই বিয়ের পূর্বে আগের স্ত্রীর কাছ থেকে নামমাত্র অনুমতি নয় বরং সমরোতা করে নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেন পরবর্তীতে এ নিয়ে অথবা জটিলতার সৃষ্টি না হয়। মন চাইলেই বা তুচ্ছ কারণে আগের স্ত্রীর কাছ থেকে নামমাত্র অনুমতি নিয়ে একের পর এক (২, ৩, ৪টা) বিয়ে করলে যে তা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যাবেনা, আল-কোরআনের বক্তব্যে সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ-

**৪একজন বলেছেন:** আপনার লেখার এই অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি- //এছাড়াও যে কোন ধরনের বৈরী পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যদি এতিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে প্রথমত সেই রাষ্ট্রের সরকারকে তাদের সকল দায়-দারিত্ব নেয়ার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা নিতে হবে। আর যদি সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা নেয়া আদৌ সম্ভব না হয় এবং সরকারের এই অপারগতার কারণে তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সামর্থবানদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যেতে পারে। কারণ অসহায় নারীদেরকে জনগণের সম্পত্তি বানানোটা মোটেই সম্মানজনক ও সুখকর হতে পারে না। বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই ক্রান্তিকালের জন্য নিষ্ঠাবান ও সামর্থবান পুরুষের ঘরে ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য দু-একজনের সাথে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে বসবাস করাই তো উত্তম। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সেই ঘরের স্ত্রীরা যদি একজন অপরজনকে বোন ভেবে সমরোতা করে নেন, তাহলে আল্লাহর কিতাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধারন ও পার্থিব স্বার্থকে ত্যাগ করার মাধ্যমে অবশ্যই তারা মহান আল্লাহকে খুশি করতে সক্ষম হবেন। এই ত্যাগ স্বীকারের কারণে ছোট-খাট ভুলক্রটি ক্ষমা করে দিয়ে পরকালীন অন্ত প্রতিদান থেকে নিশ্চয় মহান স্বীকারের জন্য নয় বরং এতিম নারদের স্বার্থ ও ন্যায় অধিকার রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নয়েই একজন সামর্থবান পুরুষের জন্য বিয়ের উপযুক্ত এতিম নারীদের মধ্য থেকে ২, ৩, ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ রাখা হয়েছে।//

আপনার এই বক্তব্যের সাথে অনেকাংশে সহমত পোষণ করি। তবে আপনি এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের যে ভূমিকার কথা বলেছেন সেটা বাধ্যতামূলক করা যায় না। কারণ পৃথিবীর সকল প্রান্তে সকল সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। তখনও একই ধরনের সমস্যা তৈরী হতে পারে। আর সমস্যাটা পুরো দেশব্যাপী না হয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর (যেমন দক্ষিণাঞ্চলের জেলে সামাজের মধ্যে মুসলিম নারীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে) মধ্যেও হতে পারে। সমস্যা হতে পারে পারিবারিক পরিমণ্ডলেও। কাজেই সকল ক্ষেত্রে সকল সময় ইসলামী রাষ্ট্রকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে- এটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? বরং আগের স্ত্রীগণ সকল ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক ও উপস্থিত, তাই শরিয়ত তাদের মতামতকেই অধিক গুরুত্বের সাথে নিয়েছে।

তবে ইসলামী রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তারাও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যাতে এই বিষয়টি কিছুতেই অন্য কারো অধিকার হরণ বা ভোগ বিলাসের বিষয়ে পরিণত হতে না পারে। এই বিষয়ে আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি শুধুমাত্র সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনেই দেয়া হয়েছে। কিছুতেই পুরুষের ভোগের সুযোগ হিসেবে দেয়া হয়নি।

-ধন্যবাদ

**আমার জবাব:** আপনি বলেছেন- //পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি শুধুমাত্র সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনেই দেয়া হয়েছে। কিছুতেই পুরুষের ভোগের সুযোগ হিসেবে দেয়া হয়নি।//

আপনার এরপ দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ভাই, বাস্তব চিত্ত তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। (০৪:১২৮, ১২৯ ও ১৩০) নং আয়াতের আলোচনার অংশটুকু (৬ থেকে ৯ পৃষ্ঠা) আবারও দেখার অনুরোধ রাইল।

আপনি বলেছেন- //আর সমস্যাটা পুরো দেশব্যাপী না হয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর (যেমন দক্ষিণাঞ্চলের জেলে সামাজের মধ্যে মুসলিম নারীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে) মধ্যেও হতে পারে।//

ভাই, কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে হোক বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝেই হোক না কেন- সমস্যা তো সমস্যাই। কিন্তু তাই বলে সব সমস্যাকে এক পালায় মাপাটা কি ঠিক হবে? আমি যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি তা একাত্তই মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমস্যা। আর দুনিয়ার সকল মুসলিমের মাঝেই বিয়ে বৈধ। সৌদি কিংবা আমেরিকা বা রাশিয়ার মুসলিম নারীকে বাংলাদেশের মুসলিম পুরুষ বিয়ে করতে পারবেন না, এরূপ বৈষম্য নীতি ইসলামে নেই। যদিও বর্তমান সৌদি শেখরা তা মানেন না। ইসলামের বিধান অত্যন্ত নিয়মানুগ। তাই আল-কোরআন নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, এই সিস্টেমের বাহিরে যাবার কোন উপায় নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বহির্ভূত কোন পক্ষ মুসলিমদের মধ্যে চালু

হয়ে গেলে তখন তা আর আল-কোরআনের বিধান হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে তেমন কোন ফায়দা তো নেই বরং ক্ষতি হওয়ার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

যদি কোন ইসলামি রাষ্ট্রের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেড়েই যায় এবং বিবাহের জন্য অবিবাহিত মুসলিম পুরুষ একেবারেই খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য রাষ্ট্রের অবিবাহিত মুসলিম পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে। আপনি যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উদাহরণ দিয়েছেন তারা যদি মুসলিম হয়ে থাকেন, তবে জেলে হোক বা তাতী হোক তারা পৃথিবীর সকল মুসলিমের আপনজন বলেই বিবেচিত হবেন। এখানে বর্ণ-জাত-পাতের বিভেদ টেনে এনে এড়িয়ে যাবার কোন অপশন নেই। তাদের সমস্যা মানেই সকল মুসলিমের সমস্যা। সুতরাং কখনো যদি সত্য এরূপ কোন সমস্যার উভব ঘটে, তাহলে তা সমাধানের জন্য যারা জেলে বা তাতীদের অঙ্গুরুক্ত নন তারা এগিয়ে আসতে পারবেন না, ইসলামের দৃষ্টিতে এমনটি ভাবাও অন্যায়। আর এ ধরনের হীন মানসিকতার দোহাই দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের নামে উল্লে সেই সমস্যাসঙ্কলন সমাজের মাঝে কোনরূপ অসমতার নজির স্থাপন করা মোটেই ঠিক হবে না। বরং অন্য অঞ্চলের মুসলিমদের উচিত হবে তাদেরকে আপন করে নিয়ে এই সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে সচ্ছল পরিবারের বিবাহ যোগ্য মুসলিম যুবকদের সাথে ক্ষুদ্র জেলে সমাজের অবিবাহিত মুসলিম নারীদের বিয়ে দিয়ে এই সংকট থেকে উদ্ধার করাই উত্তম কর্ম (আ-মিলুছ ছলিহা-তি) হিসেবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহর কিতাবে একাধিক স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধানের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিয়ম হবার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই অন্যেসলামিক কোন রাষ্ট্রের মাঝে যদি ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী থাকে, তবে তাদের প্রথম কাজ হবে নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃ নির্বাচন করে উল্লিল আমর অর্থাৎ জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে একটি শরিয়া কাউন্সিল গঠন করা। আর যদি তাদের মাঝে কখনো আপনার উল্লিখিত সমস্যার উভব হয়েই যায়, তবে তা সমাধানের ভার প্রথমত সেই কাউন্সিলের উপর অর্পণ করতে হবে। একাধিক স্ত্রীদের মাঝে সঠিকভাবে সমতা বিধান করা হচ্ছে কিনা তা সেই কাউন্সিল যেমন তদারক করতে পারবেন, তেমনি কোন ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে পারিবারিক জবাবদিহিতার বিষয়টিও নিশ্চিত হবে। এরপরও যে অসমতা থাকবে না, সব ক্ষেত্রে এমনটি নাও হতে পারে। তবে এ অবস্থায় অসমতার মাত্রাটি নিশ্চয় অনেক কমে যাবে। মূল বিষয় হলো যে, জবাবদিহিতা ও

তদারকির বিষয়টি একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। এটাই আল্লাহ বিধানের মূল বক্তব্য। ইসলামি বিধান মতে এরূপ সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া এমনই হওয়া চাই।

আপনি বলেছেন- //তবে আপনি এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের যে ভূমিকার কথা বলেছেন সেটা বাধ্যতামূলক করা যায় না।//

আপনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক বলছেন না দেখে অবাক হলাম। নেতৃত্ব ও নেতা অর্থাৎ ইমাম ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ। এর অভাবই আমাদের পশ্চাদপদতার একটা অন্যতম কারণ। তবে আমি যে নেতৃত্বের কথা বলছি সেটাকে গ্রাম্য মোড়লদের ধর্মান্ধ কীর্তিকলাপের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। মুসলিমরা যতদিন পর্যন্ত যোগ্য নেতা ও নেতৃত্ব নির্বাচন করে একত্বাবন্ধ হতে না পারবে, ততদিন সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাদেরকে ভুগতে হবে। তাই আবারও বলছি, সামর্থ্য থাকলেই বৃহত্তর কোন বিশেষ কারণ ছাড়া আপন খেয়াল-খুশিমত একসাথে একাধিক বিয়ে করা পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা অনুসারে আগেও ন্যায়সঙ্গত ছিলনা, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও তা হতে পারে না। তাই সামাজিক প্রথা অনুসারে এ ধরণের বিয়ে বৈধতা পেলেও, পবিত্র কোরআনের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করার সাথে জড়িতদেরকে অবশ্যই পাপের ভাগীদার হতে হবে।

পবিত্র কোরআনই রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও পবিত্র চরিত্রের বাস্তব প্রতিফলনের প্রকৃত রূপকে তুলে ধরে। তাই আমি রাসূলে (সা.) জীবনকে আল-কোরআনের বাস্তব প্রতিফলন হিসেবেই বিশ্বাস করি। আমি এও বিশ্বাস করি যে, রাসূল (সা.)-এর জীবনে এমন কিছু বিষয় ঘটেছে যা পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা অনুসারেই ঘটেছে এবং এমন কিছু নির্দেশনা আছে যেগুলো একান্তভাবে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

ইতিহাসে কি লেখা আছে বা কে কোন বিষয়কে কিভাবে বয়ান করলেন তার সাথে কোরআনের নির্দেশনা কর্তৃ সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটাই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি যে, যতদিন পর্যন্ত রাসূল (সা.) উপস্থিতি ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর বিধানের একচুলও অন্যথা হয় নাই এবং রাসূলের (সা.) অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুগত ও প্রকৃত অনুসারি সাহাবাগণ নিশ্চয় রাসূলের (সা.) প্রদর্শিত বিধানই কার্যকর করেছিলেন।

মহান আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন।